

# আগলাতুল আওয়াম

সাধারণে প্রচলিত ভুল-ভ্রান্তি

মূল

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত  
হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী  
রহমাতুল্লাহি আলাইহি

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন  
ইমাম ও খতীব: আহলিয়া জামে মসজিদ, উত্তরা, ঢাকা  
মুহাদ্দিস: টঙ্গি দারুল উলুম মাদরাসা, টঙ্গি, গাজীপুর



সাফাওয়াতুল আসরাফ

দ্বিতীয় গ্রন্থের আস্থার ঠিকানা

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৮৮-০২-৯৫৮৯৩০৮, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## প্রকাশকের কথা

হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দিদুল মিল্লাত, হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব সর্বজন স্বীকৃত ও সর্বজন বিদিত। হযরত থানভী রহ.-এর অসাধারণ প্রজ্ঞা, ইলমী রুহানী খেদমত ও মুসলিম উম্মাহর জন্য তাঁর সংস্কারমূলক বিরাট অবদানের কারণে তাঁকে হাকীমুল উম্মত [উম্মতের (আধ্যাত্মিক রোগের) চিকিৎসক] ও মুজাদ্দিদুল মিল্লাত (মুসলিম জাতির সংস্কারক) খেতাবে ভূষিত করা হয়েছে। কারণ হযরত থানভী রহ.-এর সহস্রাধিক রচনা ও ততোধিক মাওয়ায়েয ও মালফূযাত-এর প্রতিটি ছদ্রেই মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে থাকা কুফর, শিরক, বিদআত, দুর্বলতা ও ভ্রান্তির এক্স-রে রিপোর্ট ও তার প্রতিকার অত্যন্ত সুন্দর ও সহজভাবে বর্ণিত হয়েছে। যা থেকে যুগ যুগ ধরে মুসলিম উম্মাহ উপকৃত হচ্ছে। হযরত থানভী রহ.-এর দ্বীনী খেদমতের পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত। দ্বীনের এমন কোন শাখা-প্রশাখা নেই, যে সম্পর্কে তিনি যবান অথবা কলমের মাধ্যমে খেদমত করেননি।

হযরত হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. প্রায় সহস্রাধিক কিতাব রচনা করেছেন। তাঁর সকল কিতাব উম্মতের রুহানী রোগের ব্যবস্থাপত্র। সেই ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী আমল করে যুগ যুগ ধরে মুসলমানগণ উপকৃত হয়েছেন।

আমরা দীর্ঘদিন যাবত “আগলাতুল আওয়াম : সাধারণে প্রচলিত ভুল-ভ্রান্তি”, ইসলামী নেসাব (হযরত থানভী রহ.-এর নির্বাচিত এগারখানা কিতাব)-এর অংশ হিসেবে ছেপে আসছি। কিন্তু সম্মানিত পাঠকদের বার বার অনুরোধের প্রেক্ষিতে এখন তা ভিন্নভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে। আল্লাহপাক আমাদের এ প্রয়াসকে কবুল করুন এবং এটাকে আমাদের সকলের নাজাতের ওসীলা বানান।

[তিনি]

এ কিতাবের অনুবাদ মাওলানা মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম সুন্দর ও সাবলীলভাবে করেছেন। আল্লাহপাক তাঁকে এর উত্তম বদলা নসীব করুন।

আমরা আমাদের সাধ্যমতো কিতাবটি ত্রুটিমুক্ত সুন্দর করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছি। তারপরও যদি কারো দৃষ্টিতে কোন অসংগতি ধরা পড়ে তাহলে আমাদের অবগত করলে পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরে নিবো ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহপাক এ কিতাবটি উম্মাহর জন্য উপকারী বানান। এর লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক ও পাঠকসহ সবাইকে কবুল করুন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

তারিখ

২৯ মুহাররম ১৪৩৬ হিজরী

মোতাবেক ২৩ নভেম্বর ২০১৪ ঈসায়ী

বিনীত

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান

৭ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

**পুনশ্চ :** দীর্ঘ দিন পরে হলেও এ কিতাবটির পরিমার্জন করা হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহপাক আমাদের সুহৃদ পাঠক ও পাঠিকাদের অনেককে এমন সচেতন পাঠগ্রহ দান করেছেন যে, তাঁরা মাঝে-মধ্যেই আমাদের বিভিন্ন বইয়ের মুদ্রণপ্রমাদ সম্পর্কে আমাদের অবগত করেন। আমরাও তাঁদের পরামর্শ আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে সেমতে সংশোধন ও পরিমার্জনের পদক্ষেপ নিয়ে থাকি। আল্লাহপাক আমাদের দয়র্দ্রচিত্ত পাঠক-পাঠিকাসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে জাযায়ে খায়র দান করুন। আমীন।

প্রকাশক

১৩ জুমাদাল উখরা ১৪৪০ হিজরী

## সূচনা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

হামদ ও সালাতের পর বক্তব্য এই যে, বর্তমান যুগে আল্লাহপাকের মেহেরবানীতে দ্বীনী ইলমের উপায়োপকরণ তথা দ্বীনী কিতাবাদির সহজলভ্যতা ও স্বল্পমূল্যতা, সেগুলোর অনুবাদ বের হওয়া, হক্কানী আলেমগণের জায়গায় জায়গায় অবস্থান করা, তাদের ওয়ায-নসীহত করা এবং সেজন্যে প্রয়োজনে তারা নিজেরা এগিয়ে যাওয়া বা ডাকলে উপস্থিত হওয়া—এসবকিছু যে অধিকহারে হচ্ছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না এবং তা শোকরেরও বিষয় বটে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও অধিকাংশ সাধারণ মানুষ, বরং সাধারণ শিক্ষিতদের মাঝেও এমন কিছু ভুল মাসআলা প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত রয়েছে, যেগুলোর শরীয়তে কোনো ভিত্তি নেই। সেগুলোর উপর তাদের এমন নিশ্চিত বিশ্বাস যে, সেগুলোর ব্যাপারে তাদের কোন সন্দেহও সৃষ্টি হয় না যে, আলেমগণের নিকট থেকে যাচাই করে নিবে। অধিকাংশ আলেমেরও সাধারণ মানুষের এসবের মধ্যে লিপ্ত থাকার কথা জানা নেই যে, তারা সময়-সুযোগমত সেগুলো সংশোধন করে দিবে। এ সমস্ত মাসআলার ব্যাপারে যেহেতু সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকেও যাচাই করা হয় না, আবার আলেমদের পক্ষ থেকেও সতর্ক করা হয় না, তাই এ সমস্ত ভুলভ্রান্তি সংশোধনেরও কোনো পথ হয় না। এ কারণে দীর্ঘদিন ধরে এ সমস্ত ভুল মাসআলা যতদূর জানা সম্ভব লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছা পোষণ করে আসছিলাম।

আল্লাহর মেহেরবানীতে এখন তা বাস্তবের রূপ নিচ্ছে। আলিমগণ যেমনিভাবে হাদীস শাস্ত্রের ‘মওয়াযাত’ বা জাল হাদীসসমূহ সংকলন করেছেন, তেমনিভাবে এ পুস্তিকা ফিক্হ শাস্ত্রের ‘মওয়াযাতে’ সংকলন। এ পুস্তিকায় উল্লেখিত মাসআলাসমূহ যদিও ফিক্হের বিভিন্ন অধ্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত, কিন্তু সে ভিত্তিতে বিন্যস্ত করা জটিল ছিল বিধায় মিশ্রিতভাবে লিপিবদ্ধ করা হলো। লিপিবদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর কেউ তা অধ্যয়নভিত্তিক বিন্যস্ত করতে চাইলে তখন তা সহজসাধ্য হবে।

(আলহামদুলিল্লাহ এখন এ পুস্তিকা নতুন সংযোজন এবং ফিক্‌হের বিন্যাসে বিন্যস্তাকারে প্রকাশিত হচ্ছে। -প্রকাশক)

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحُ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ  
وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۝

‘আমার সামর্থ্যমত সংশোধনই আমার ইচ্ছা। আল্লাহ তাওফীকদানের মালিক, তাঁরই উপর আমি ভরসা করছি এবং তাঁরই দিকে আমি প্রত্যাবর্তন করছি।’

বিনীত  
আশরাফ আলী

## আকীদা-বিশ্বাস

মাসআলা- ১ : প্রসিদ্ধ আছে যে, যে ব্যক্তি নতুন মুসলমান হবে, তাকে দাস্তের ঔষধ খাওয়াতে হবে। তা না হলে সে পবিত্র হবে না। এ কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

মাসআলা- ২ : প্রসিদ্ধ আছে যে, গালি দেওয়ার ফলে চল্লিশ দিন পর্যন্ত ঈমান থেকে দূরে সরে যায়। ঐ সময়ের মধ্যে মারা গেলে বেঈমান হয়ে মারা যায়। এটি সম্পূর্ণ ভুল কথা। হাঁ, গালি দিলে গুনাহ হয়, সে ভিন্ন কথা।

মাসআলা- ৩ : কতক সাধারণ মানুষের বিশ্বাস এই যে, যার কোনো পীর নেই তার পীর শয়তান। এটিও ভুল কথা।

মাসআলা- ৪ : কতক সাধারণ মানুষ মনে করে যে, মসজিদে আকসা (বাইতুল মুকাদ্দাস) চতুর্থ আসমানে, আর দিল্লীর জামে মসজিদ তার অনুরূপ। এ দু'টি ধারণাই ভুল। মসজিদে আকসা শাম দেশে (ফিলিস্তিনে) এবং দিল্লীর জামে মসজিদ তার অনুরূপ নয়।

মাসআলা- ৫ : অনেক সাধারণ মানুষ বিশেষত মহিলারা বসন্ত রোগ ও কণ্ঠনালীর ফোঁড়ার চিকিৎসা করানোকে খারাপ মনে করে। অনেক সাধারণ মানুষ এ রোগকে ভূত-পেছীর প্রভাব মনে করে, এটা সম্পূর্ণই ভুল ধারণা।

মাসআলা- ৬ : কতক মহিলা মনে করে যে, নতুন বউ তার ঘর, সিন্দুক বা অন্য কোনো কিছুতে তাল লাগালে তার বাড়িতে তাল লেগে যায়, অর্থাৎ বিরান হয়ে যায়। এ ধারণা সম্পূর্ণই ভ্রান্ত।

মাসআলা- ৭ : কোনো কোনো সাধারণ মানুষ মনে করে যে, যে ব্যক্তি ‘কুল আউয়ু বিরাক্বিন নাস’-এর ওযীফা পড়ে, তার ৮৫ তথা সর্বনাশ হয়ে যায়। এ ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভুল। এর বরকতে বরং সে সমস্ত বিপদ থেকে মুক্তি পায়।

মাসআলা- ৮ : কিছু কিছু সাধারণ মানুষ বিশেষ করে মহিলারা বলে যে, দরজার চৌকাঠের উপর বসে খাবার খেলে ঋণগ্রস্ত হয়ে যায়। এ ধারণা ভুল।

**মাসআলা- ৯ :** কতক সাধারণ মানুষের এ বিশ্বাস রয়েছে যে, প্রতি বৃহস্পতিবারের সন্ধ্যারাত্রে মৃত ব্যক্তিদের আত্মা নিজ নিজ বাড়িতে আসে এবং এক কোণায় দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে যে, কে আমাকে সওয়াব দান করে। কিছু সওয়াব পেলে তো ভালো, অন্যথা নিরাশ হয়ে ফিরে যায়। এটা ঠিক নয়।

**মাসআলা- ১০ :** কিছু কিছু মহিলা এমন মহিলার কাছে যায় না এবং তার সাথে বসে না, যার বাচ্চা হয়ে মরে যায় এবং নিজের সন্তানদেরকেও এমন জায়গায় যেতে বাধা দেয় এবং বলে যে, মরণরোগে ধরবে। এটা অত্যন্ত খারাপ কথা। এমন করায় গুনাহ হয়।

**মাসআলা- ১১ :** কতক সাধারণ মানুষ বিশেষ করে মহিলারা মনে করে যে, প্রত্যেক মানুষের জন্য তার জীবনের তিন, আট, তেরো, আঠারো, একুশ, আটত্রিশ, তেতাল্লিশ ও আটচল্লিশতম বছর কঠিন হয়ে থাকে। এ ধারণা ভুল এবং এ বিশ্বাস ভ্রান্ত।

**মাসআলা- ১২ :** অধিকাংশ সাধারণ মানুষ মনে করে থাকে যে, কুকুর কান্না করলে কোনো মহামারী বা রোগ বিস্তার লাভ করে। এটিও একান্তই ভিত্তিহীন কথা।

**মাসআলা- ১৩ :** প্রসিদ্ধ আছে যে, কোনো বাড়িতে ঝগড়া লাগিয়ে রাখতে চাইলে ঐ বাড়িতে সজারুণ কাঁটা রেখে দিবে। ঐ বাড়িতে যতদিন সে কাঁটা থাকবে, ততদিন বাড়ির লোকেরা ঝগড়া করতে থাকবে। এটি নিছক ভুল কথা।

**মাসআলা- ১৪ :** অজ্ঞ লোকদের মধ্যে প্রচলিত আছে যে, কেউ সফরে গেলে মহিলারা বলে যে, এখনই ঝাড়ু দিও না। কারণ, অমুক এই মাত্র সফরে বের হয়েছে। এটি ভুল কথা।

**মাসআলা- ১৫ :** প্রসিদ্ধ আছে যে, কাঠের হাতুড়ি কালো করে বাইরে নিক্ষেপ করা হলে শীল্যবৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়। এ ধারণা ভুল।

**মাসআলা- ১৬ :** প্রসিদ্ধ আছে যে, শস্যের স্তূপের মধ্যে হাত ধুয়ে খাবার খাওয়া উচিত নয়। এবং ধারণা করা হয় যে, এতে করে ওই স্তূপ থেকেই হাত ধুয়ে বসতে হয়। এটি একটি ভুল বিশ্বাস।

**মাসআলা- ১৭ :** প্রসিদ্ধ আছে যে, কোনো মহিলা ঋতুস্রাব চলাকালে বা গর্ভাবস্থায় মারা গেলে তাকে শিকল পরিয়ে দাফন করবে। কারণ, সে ডাইনি হয়ে যায় এবং যাকে পায়, তাকে খেয়ে ফেলে। এটি শিরকী বিশ্বাস।

**মাসআলা- ১৮ :** প্রসিদ্ধ আছে যে, যেখানে মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া হয়, সেখানে তিনদিন পর্যন্ত প্রদীপ জ্বালাবে। এটি ভিত্তিহীন কথা।

## পাক-নাপাক

**মাসআলা- ১ :** কিছু কিছু মহিলার মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে যে, কাক বা অন্য কোনো পাখী কলসের মধ্যে ঠোট চুবাতে ঐ কলসের মধ্যে এ পরিমাণ পানি ভরবে যে, পানি গড়িয়ে বাইরে পড়ে যায়, তাহলে তা পাক হয়ে যাবে। এ কথার কোনো ভিত্তি নেই। যে জীবের এঁটে (উচ্ছিষ্ট) মাকরুহ বা নাপাক, সেই জীব মুখ দিলে পানি গড়িয়ে ফেললেও একই রকম মাকরুহ বা নাপাক থেকে যায়। আর যদি ঐ জীবের এঁটে (উচ্ছিষ্ট) পাক হয় তাহলে এরূপ করার কোনো প্রয়োজন নেই।

**মাসআলা- ২ :** কোনো কোনো সাধারণ মানুষ বলে থাকে যে, পানির মধ্যে নখ ডুবে গেলে তা ব্যবহার করা মাকরুহ। এটি নিছক ভুল কথা। তবে নখের মধ্যে ময়লা জমা হয়ে থাকলে এমন করা পরিচ্ছন্নতার পরিপন্থি।

**মাসআলা- ৩ :** সাধারণ লোকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে যে, প্রদীপের তেল নাপাক, কিন্তু এটা একেবারেই ভিত্তিহীন কথা। হয়তো সতর্কতামূলকভাবে কেউ একথা এ কারণে বলেছে যে, মানুষ জায়গায় অজায়গায় প্রদীপ রেখে দেয়। ফলে এমনও ঘটে থাকে যে, কুকুর বা অন্য কোন নাপাক প্রাণী তা চাটে। তাই কেউ হয়তো ওই তেল ব্যবহারে সতর্কতার পরামর্শ দিয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ এটাকে নিশ্চিত নাপাকই সাব্যস্ত করে নিয়েছে। কতক সাধারণ মানুষ থেকে এর এ কারণও শোনা গেছে যে, এ তেল যেহেতু জ্বলে, তাই নাপাক হয়ে যায়। অথচ নাপাক হওয়ার মধ্যে জ্বলার কোন দখল নাই। মোটকথা, দাবী ও দলীল দুটোই ভিত্তিহীন।

মাসআলা- ৪ : হুক্কার পানিকেও সাধারণ মানুষ নাপাক মনে করে থাকে। যদিও পরিচ্ছন্নতার খাতিরে তা থেকে বেঁচে থাকা জরুরী, কিন্তু এতে তা নাপাক প্রমাণিত হয় না।

মাসআলা- ৫ : কতক সাধারণ মানুষ মনে করে যে, কাপড়, পাত্র বা অন্য কোন জিনিসের সাথে যদি কুকুরের ছোঁয়া লাগে তাহলে ওই জিনিস নাপাক হয়ে যায়। এটি ভুল কথা। তবে লালা লাগলে নাপাক হয়ে যাবে।

### ওয়ু-গোসল

মাসআলা- ১ : প্রসিদ্ধ আছে যে, কারো খোলা সতরের উপর নজর পড়লে ওয়ু ভেঙ্গে যায়। এটি নিছক ভুল কথা।

মাসআলা- ২ : প্রসিদ্ধ আছে যে, শূকর দেখলে ওয়ু ভেঙ্গে যায়। এ কথার কোন ভিত্তি নেই।

মাসআলা- ৩ : প্রসিদ্ধ আছে যে, পেশাব-পায়খানায় ব্যবহৃত পানির (পাত্রে) বাঁচা অংশ (অবশিষ্ট) দিয়ে ওয়ু করা উচিত নয়। এটি নিছক ভুল কথা।

মাসআলা- ৪ : কেউ কেউ বলে যে, যে ওয়ু দ্বারা জানাযার নামায পড়েছে, সে ওয়ু দ্বারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের কোন নামায পড়বে না। এটিও নিছক ভুল কথা।

মাসআলা- ৫ : কিছু কিছু মহিলা মনে করে যে, বাইরে বের হলে ওয়ু নষ্ট হয়ে যায়। এটি একান্তই ভুল কথা, তবে বিনা প্রয়োজনে বাইরে বের হওয়া অন্যায।

### তায়াম্মুম ও মাসাহ

মাসআলা- ১ : কিছু কিছু মানুষ কাপড় বা বালিশের উপর বেশি ধুলা না থাকলেও তায়াম্মুম করে। এটি একেবারেই ঠিক নয়।

### হায়েয ও নিফাস

মাসআলা- ১ : প্রসিদ্ধ আছে যে, প্রসূতি যতক্ষণ গোসল করবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তার হাতের কিছু খাওয়া যাবে না। এটিও ভুল কথা। হায়েয ও নিফাস অবস্থায় হাত নাপাক থাকে না।

**মাসআলা- ২ :** কতক সাধারণ মানুষ বলে যে, চল্লিশ দিন পর্যন্ত প্রসবাগারে স্বামীর যাওয়া উচিত নয়। এ কথার কোন ভিত্তি নেই।

**মাসআলা- ৩ :** সাধারণ লোকেরা বলে যে, যে মহিলা হায়েয অবস্থায় বা প্রসূতি অবস্থায় মারা যাবে তাকে দুই বার গোসল দিতে হবে। এটি নিছক ভিত্তিহীন কথা।

**মাসআলা- ৪ :** সাধারণ মহিলারা প্রসবাগারে চল্লিশ দিন পর্যন্ত নামায পড়া জায়েয মনে করে না। যদি তার আগেই পবিত্র হয়ে যায় তবুও না। এটি সম্পূর্ণ দ্বীনের পরিপন্থি কথা। চল্লিশ দিন নিফাসের সর্বোচ্চ মেয়াদ। এর সর্বনিম্ন মেয়াদের কোন সীমা নেই। যখনই পাক হবে সাথে সাথে গোসল করে নামায আরম্ভ করবে। একইভাবে চল্লিশ দিনেও যদি শ্রাব বন্ধ না হয়, তাহলে চল্লিশ দিন পর নিজেকে নিজে পাক মনে ধরে (গোসল করে) নামায আরম্ভ করে দিবে।

### আযান, ইকামত ও ইমামতী

**মাসআলা- ১ :** প্রসিদ্ধ আছে যে, নামাযের আযান মসজিদের বামদিকে এবং ইকামত মসজিদের ডান দিকে দিতে হবে। শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই।

**মাসআলা- ২ :** প্রসিদ্ধ আছে যে, মুক্তাদি পাগড়ী বাঁধা থাকলে এবং ইমাম শুধু টুপি পরিহিত থাকলে নামায মাকরুহ হয়। এটি নিছক ভিত্তিহীন কথা। তবে যে ব্যক্তি শুধু টুপি পরে বাজারে এবং বন্ধু-বান্ধবের সমাবেশে যেতে সংকোচ বোধ করে, তার জন্য পাগড়ী ছাড়া নামায পড়া মাকরুহ। সে ইমাম হোক বা মোক্তাদী হোক।

**মাসআলা- ৩ :** কিছু লোক আযানের সম্মুখ দিয়ে বা দু'আর সম্মুখ দিয়ে যাওয়া নাজায়য মনে করে। এর কোন ভিত্তি নেই।

**মাসআলা- ৪ :** অহংকারী সাধারণ লোকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে যে, যে ইমামের বাড়িতে পর্দা নেই, তার পিছনে নামায হয় না। কিন্তু ভালো করে মনে রাখতে হবে যে, আপত্তিকারীদের স্ত্রীরা যদি একজন নামাহরামের সামনেও যায়, তাহলে তাদেরকেও বেপর্দা বলা হবে। সে ক্ষেত্রে ইমাম ও মুক্তাদী সবাইকে সমান গণ্য করা হবে।

**মাসআলা- ৫ :** কাউকে কাউকে প্লেগ রোগ দেখা দিলে আযান দিতে দেখা গেছে, এরও কোন ভিত্তি নাই।

### নামায, জামাআত ও খুতবা

**মাসআলা- ১ :** প্রসিদ্ধ আছে যে, চৌকির উপর নামায পড়লে বান্দর হয়ে যায়। এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কথা।

**মাসআলা- ২ :** প্রসিদ্ধ আছে যে, চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের সময় পানাহার করা নিষেধ। এ কথারও কোন ভিত্তি নেই। তবে সে সময়টি আল্লাহর দিকে বিশেষভাবে মনোযোগী হওয়ার সময়। এ কারণে পানাহার পরিহার করা ভিন্ন কথা। কিন্তু দুনিয়ার যাবতীয় কাজ-কর্ম এমনকি গুনাহর কাজ পর্যন্ত করতে থাকবে, আর শুধুমাত্র পানাহার পরিত্যাগ করবে, এটি শরীয়ত পরিবর্তন করা এবং বিদআত।

**মাসআলা- ৩ :** কতক মহিলা নামায পড়ে জায়নামাযের কোণা এ কথা মনে করে উল্টিয়ে ফেলা জরুরী মনে করে যে, শয়তান এর উপর নামায পড়বে। এর কোনটিরই ভিত্তি নেই।

**মাসআলা- ৪ :** অধিকাংশ সাধারণ মানুষের অভ্যাস হলো, অসুস্থ মানুষ যখন জামাআতে শরীক হয়, তখন কাতারের শেষ মাথায় বামদিকে বসে। কাতারে মাঝে দাঁড়ানোকে যেন তারা খারাপ মনে করে। এ কাজটি একান্তই ভিত্তিহীন।

**মাসআলা- ৫ :** কতক মানুষের ধারণা এই যে, তাহাজ্জুদ নামাযের পর ঘুমানো উচিত না। এতে তাহাজ্জুদ চলে যায়। এর কোন ভিত্তি নেই। আর অনেক মানুষ এ কারণেই তাহাজ্জুদ নামায থেকে বঞ্চিত যে, তারা তাহাজ্জুদের পর ঘুমানোকে নিষিদ্ধ মনে করে, ওদিকে ভোর পর্যন্ত জাগাও কর্তিন। মনে রাখতে হবে যে, তাহাজ্জুদের পর ঘুমানো দুরন্ত আছে।

**মাসআলা- ৬ :** প্রসিদ্ধ আছে যে, অন্ধকারে নামায পড়া নাজায়েয। এটি নিছক ভুল কথা। তবে এতটুকু ধারণা অবশ্যই থাকতে হবে যে, কেবলার দিক থেকে যেন সরে না যায়।

**মাসআলা- ৭ :** কতক মহিলা বলে যে, যদি কয়েকজন মহিলা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নামায পড়ে তাহলে আগে-পিছে দাঁড়ানো ঠিক নয়। এটা একেবারেই ভুল কথা।

**মাসআলা- ৮ :** কতক লোক বলে যে, তিলাওয়াতের সেজদা করে উভয় দিকে সালামও ফিরাবে। এটিও নিছক ভুল কথা।

**মাসআলা- ৯ :** সাধারণ লোকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে যে, ইশার নামাযের পূর্বে ঘুমালে ইশার নামায কাযা হয়ে যায়। অর্থাৎ, এরপর নামায পড়লে কাযার নিয়্যত করবে। এটি সম্পূর্ণ ভুল কথা। তবে বিনা ওযরে ইশার নামাযের পূর্বে ঘুমানো ঠিক না। অর্ধেক রাতের পর নামাযের ওয়াক্ত মাকরুহ হয়ে যায়, তা ঘুমাক বা না ঘুমাক।

**মাসআলা- ১০ :** মহিলাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে যে, মহিলারা পুরুষদের পূর্বে নামায পড়বে। এটি নিছক ভুল কথা।

**মাসআলা- ১১ :** কতিপয় মহিলা মনে করে যে, তিলাওয়াতের সেজদা দু'টি হওয়া উচিত, অর্থাৎ, একটি আয়াত পড়লে দু'টি সেজদা ওয়াজিব হয়। এটি সম্পূর্ণ ভুল কথা।

**মাসআলা- ১২ :** সাধারণ লোকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে যে, নামাযের মধ্যে ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল নড়ে গেলে নামায নষ্ট হয়ে যায়। এটা নিছক ভুল কথা। তবে বিনা প্রয়োজনে আঙ্গুল সরানো খুবই দুষণীয়।

**মাসআলা- ১৩ :** কতিপয় সাধারণ লোক বলে থাকে যে, সুন্নাত নামাযের পর কথা বলবে না, যদিও ঘোড়ার খুরের নিচে পিষ্ট হয়ে যাক না কেন। এ কথার কোন ভিত্তি নেই। বরং এ কথার উপর আমল করায় আকীদা নষ্ট তো হয়ই, তাছাড়া অনেক সময় শরীয়তের কোন ওয়াজিব কাজও ছুটে যায়। যেমন কেউ মাসআলা জিজ্ঞাসা করলো বা কোন কাজে সাহায্য চাইলো।

**মাসআলা- ১৪ :** কতক লোককে দেখেছি যে, রেলগাড়িতে আরোহণ করে কোন ওযর ছাড়াই বসে নামায পড়াকে বা কেবলামুখী না হয়ে নামায পড়াকে জায়েয মনে করে। মনে রাখতে হবে যে, রেলগাড়িতে হুকুম পরিবর্তন হয় না। এবং এতে তেমন কোন জটিলতাও নেই। সামান্য সমস্যা তো বাড়িতে নামায পড়তেও অনেক সময় দেখা দেয়। এমনভাবে নামাযী মহিলারা গরুর গাড়িতে বসে বসে নামায পড়ে ফেলে। মনে রাখতে হবে যে, যেখানে গাড়ি দাঁড় করানোতে কোন

বিপদের আশংকা নেই সেখানে গাড়ি থেকে নেমে মাটিতে নামায পড়তে হবে। পর্দার জন্য বোরকাই যথেষ্ট।

**মাসআলা- ১৫ :** কতক সাধারণ মানুষ এমন অসুস্থতায়ও নামায ছেড়ে দেয়, যার মধ্যে শরীর ও কাপড় পাক থাকা মুশকিল হয়। তারা মনে করে যে, এমতাবস্থায় নামায জায়েয হওয়ার কোন সুরত নাই। এ ধারণা একান্তই ভুল। এমতাবস্থায় আলেমদের নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করে নামায পড়া জরুরী। এমতাবস্থায়ও নামায হয়। যখন শরীর ধুতে খুব বেশী কষ্ট হয়, বা রোগ বৃদ্ধির ভয় থাকে এবং পরিবর্তন করার মত অতিরিক্ত কাপড় না থাকে তখন এ অবস্থাতেই নামায দুরুস্ত হয়ে যায়।

**মাসআলা- ১৬ :** অনেক সাধারণ মানুষকে পাবন্দীর সাথে এটাও করতে দেখেছি যে, যখন জুমুআর নামায পড়তে আসে, তখন প্রথমে অল্প সময় মসজিদে বসে তারপর সুন্নাত পড়ে। যদিও মসজিদের নিকট থেকেই আসুক না কেন বা শ্বাস নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন না থাকুক-এর কোন ভিত্তি নেই। তাছাড়া কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকার দ্বারাও শ্বাস নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। বসেই শ্বাস নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে এমনটি জরুরী নয়।

**মাসআলা- ১৭ :** প্রসিদ্ধ আছে যে, যাদের ফজর নামাযের সুন্নাত রয়েছে, তাদের সুন্নাত নামায দুরুস্ত হওয়ার জন্য শর্ত হলো, সূর্যোদয় পর্যন্ত সেখানেই বসে থাকতে হবে। এটাও ভুল কথা। বরং অন্য কোন কাজে লিপ্ত হওয়া এবং সূর্যোদয়ের পর তা আদায় করাও জায়েয আছে।

**মাসআলা- ১৮ :** কতক সাধারণ লোক বলে থাকে যে, মসজিদের বাতি নিজে নিভাবে না। এটি ভুল কথা। বরং বাতির প্রয়োজন না থাকলে নিভিয়ে ফেলাই উচিত। তা না হলে অপচয় হবে, তাছাড়া নির্জনে বাতি জ্বালিয়ে রাখা নিষেধও রয়েছে।

**মাসআলা- ১৯ :** অনেক সাধারণ লোক জামাআতের কাতারবন্দীর সময় পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে মিলিয়ে কাতার সোজা করে। অথচ কাঁধ ও পায়ের গোড়ালি সোজা করে কাতার সোজা করা উচিত।

**মাসআলা- ২০ :** অনেক সাধারণ মানুষকে পাবন্দীর সাথে এরূপ করতে দেখেছি যে, জুমুআর প্রথম খতুবা শোনার সময় উভয় হাতকে

বেঁধে রাখে এবং দ্বিতীয় খুতবা শোনার সময় উভয় হাত রানের উপর রেখে দেয়। এটিও ভিত্তিহীন কাজ।

**মাসআলা- ২১ :** অধিকাংশ সাধারণ মানুষ জুমুআর খুতবায় ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নাম শুনে সশব্দে দুর্কদ শরীফ পড়ে। এটি জায়য নেই। মুখ দ্বারা দুর্কদ শরীফ পড়বে না। হ্যাঁ, মনে মনে পড়ায় দোষ নেই।

**মাসআলা- ২২ :** কিছু কিছু সাধারণ লোক নামাযের মধ্যে বাম কনুই খোলা থাকলে নামায ত্রুটিপূর্ণ হয় বলে মনে করে থাকে। বিশেষভাবে বাম কনুইকে এর জন্য নির্দিষ্ট করা ভুল। বরং ডান হোক, বা বাম, যে কোনটি খোলা থাকলে নামায অবশ্যই মাকরুহ হবে।

### তিলাওয়াত ও তাজবীদ

**মাসআলা- ১ :** কুরআন শরীফের কিছু কিছু জায়গায় নিয়ম বহির্ভূতভাবে মিলিয়ে পড়লে কেউ কেউ কুফরীর ফতওয়া লিখেছে। এর চেয়েও বড় কথা হলো, সূরা ফাতিহার মধ্যে কতক হরফকে মিলিয়ে পড়লে শয়তানের নাম সৃষ্টি হয় লিখেছে। এ দু'টির কোন ভিত্তি নেই। তবে তিলাওয়াতের নিয়ম-কানূনের ভিত্তিতে এ দু'জায়গায় মিলিয়ে পড়া নিয়মবহির্ভূত ও দূষণীয়। কিন্তু তাই বলে কুফুরী বা শয়তানের নামের দাবী করা নিছক রচনামাত্র।

**মাসআলা- ২ :** হাফিয ও অন্যান্যদের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে যে, 'সূরায়ে বারাত' (তাওবা)-এর শুরুতে কোন অবস্থাতেই বিসমিল্লাহ পড়া যায় না। কিন্তু সঠিক কথা হলো, শুধুমাত্র এক অবস্থায় এতে বিসমিল্লাহ পড়তে হয় না। যখন উপর থেকে পড়তে পড়তে 'সূরা বারাত' পড়তে আরম্ভ করবে। কিন্তু যদি এ সূরা থেকেই তিলাওয়াত আরম্ভ করে, বা সূরার মাঝখানে বিরতি দিয়ে তারপর অবশিষ্টাংশ পড়ে তাহলে বিসমিল্লাহ বলবে।

### দু'আ, দুর্কদ ও যিক্র

**মাসআলা- ১ :** সাধারণ লোকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে যে, বিনা ওয়ুতে দুর্কদ শরীফ পড়া ঠিক নয়। এটি সম্পূর্ণ ভুল কথা। বরং কুরআন

শরীফও বিনা ওয়ুতে পড়া দুরন্ত আছে। তবে বিনা ওয়ুতে কুরআন শরীফে হাত লাগানো দুরন্ত নয়।

**মাসআলা- ২ :** প্রসিদ্ধ আছে যে, ঠিক দুপুর সময় কুরআন পড়া নিষিদ্ধ। এটি নিছক ভুল কথা। তবে এ সময় নামায পড়া নিষিদ্ধ।

**মাসআলা- ৩ :** অনেক তাবিজ লেখকও বিষয়টির প্রতি দ্রষ্টেপ করে না। তারা বিনা ওয়ুতেই কুরআনের আয়াত লিখে দেয় এবং ওয়ুবহীন মানুষের হাতে তা দিয়ে দেয়। ওয়ু ছাড়া কুরআনের আয়াত লেখা এবং স্পর্শ করা উভয়টাই নাজায়েয।

**মাসআলা- ৪ :** কিছু কিছু পীর-মাশাইখ সশব্দে যিকর করাকে নিঃশর্তভাবে জায়েয মনে করে। এটি ঠিক নয়। সশব্দে যিকর জায়েয হওয়ার একটি অত্যাধিক জরুরী শর্ত হলো, এর কারণে কোন নামাযীর মনের একাগ্রতা বিঘ্নিত না হতে হবে। ঘুমন্ত ব্যক্তির ঘুম নষ্ট না হতে হবে। যেখানে এ ধরনের সম্ভাবনা রয়েছে, সেখানে আস্তে যিকর করবে। যদিও সশব্দে যিকর করার তা'লীম দেওয়া হোক না কেন।

## অন্তিম রোগ ও জানাযা

**মাসআলা- ১ :** প্রসিদ্ধ আছে যে, স্বামী তার স্ত্রীর লাশবাহী খাটের পায়াও ধরবে না। এটিও নিছক ভুল কথা। পরপুরুষের চেয়ে সে অধিক হকদার।

**মাসআলা- ২ :** প্রসিদ্ধ আছে যে, লাশ বাড়িতে বা মহল্লায় থাকলে তা নিয়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পানাহার করা গুনাহ। এ কথাও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

**মাসআলা- ৩ :** সাধারণ লোকেরা বলে থাকে যে, লাশ ধোয়ানো পানির উপর পা রাখা ঠিক না। আর এ কারণেই লাশ ধোয়ানোর জন্য একটি গর্ত খুঁড়ে নেয়, যাতে সমস্ত পানি তার মধ্যে জমা হয়ে থাকে। এটি সম্পূর্ণ ভুল কথা।

**মাসআলা- ৪ :** কিছু কিছু সাধারণ মানুষ মুহাররম মাসে কবরে নতুন মাটি দেওয়া জরুরী মনে করে। এরও কোন ভিত্তি নেই।